সমকাল

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে টাকা
দুর্নীতি ঠেকাতে নীতিমালা চাই

দুর্নীতি নিয়ে কথা বলা ও প্রতিকার চাওয়াও যেন 'ক্লিশে' হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি যত বিস্তৃত সে তুলনায় প্রতিকার নগণ্য। অধিকাংশ দুর্নীতি ও দুর্নীতিবাজরা শাস্তির ঊর্ধ্বে থেকে যায়। কিন্তু দুর্নীতি সমাজকে ঘুণপোকার মতো খেয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে, তাই দুর্নীতি কমাতেই হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার নানা স্তরে দুর্নীতি চলছে; তবে তা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এত দূর বিস্তৃত হয়েছে, সে বিষয়ে রোববার টিআইবির প্রকাশিত গবেষণাপত্রের আগে সাধারণের সম্যক ধারণা ছিল না। পুলিশ বা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগেও লাখের অঙ্কে টাকা খরচের কথা সর্বজনবিদিত। এখন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গবেষণায় তারা প্রমাণ পাওয়ার দাবি করেছেন যে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাষক পদে নিয়োগ হয়েছে ৩ থেকে ২০ লাখ টাকার বিনিময়ে। এই টাকার সুবিধাভোগী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উচ্চপদস্থদের থেকে শুরু করে সংসদ সদস্য, সরকারি প্রশাসনের উচ্চ কর্মকর্তা এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রনেতারা। বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় রাজনীতির দুই বড় দলের ধারায় শিক্ষক রাজনীতির অতিমাত্রায় দলীয় চরিত্রের জন্য শিক্ষক নিয়োগে 'রাজনৈতিক দুর্নীতি' গত চার দশক ধরেই রয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, আর্থিক দুর্নীতিও যোগ হয়েছে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশে যে স্বায়ত্তশাসন চালু হয় তা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও ইতিবাচক। কিন্তু ওই আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক নানা স্তরে ভোটাভুটির প্রচলন থাকায় দলাদলি হচ্ছে ও স্বায়ত্তশাসনের হচ্ছে চরম অপব্যবহার। শিক্ষকদের 'ভোটার' বিবেচনা করে নিম্নমানের প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এতে মারাত্মকভাবে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দলাদলির সঙ্গে অর্থনৈতিক লাভের বিষয়টি রাজনৈতিক দলে ভালোভাবেই প্রোথিত। আওয়ামী লীগ ও বিএনপিতে দলীয় পদ ও মনোনয়ন পেতে নেতাদের মোটা টাকা দিতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নমানের পছন্দের বা দলীয় প্রভাষক নিয়োগ দিতে টেন্ডার-দুর্নীতির মতো যোগ্যতার শর্ত শিথিলকরণ, নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, মৌখিক পরীক্ষায় বেশি-কম নম্বর, সিন্ডিকেটের নিয়ম উপেক্ষা ও নথি গায়েবের মতো নিম্নমানের ক্রিয়াকলাপ চলছে বলে টিআইবির গবেষণায় জানা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পর্যায়ের দুর্নীতি জাতির মস্তিষ্ক, মনন ও বিবেক ক্ষয় করে ফেলবে। এই বিপর্যয় থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে। পথ অবশ্যই আছে। অন্তত শুরু করা যায়। নিয়োগের সুনির্দিষ্ট কড়াকড়ি নীতিমালা তৈরি হোক। সরাসরি স্বার্থ নেই এমন উচ্চ সংস্থা দিয়ে নজরদারি করা হোক। সর্বোপরি '৭৩-এর আদেশটি প্রয়োজনীয় সংশোধনে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব নয়।